মুজিববর্ষের আহ্বান
শিশুশ্রমের অবসান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি

জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (DCLMC), টাঙ্গাইল এর ৯ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মো: আতাউল গনি জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল ও সভাপতি, টাঙ্গাইল জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি
সভার তারিখ	২১/০৬/২০২১
সভার সময়	সকাল ১০.৩০ টা
স্থান	জুম এপ-এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভা
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক: জুম এপ এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারীগণের তালিকা

সভায় অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সদস্য সচিব অত্র কমিটির ৮ম সভার কার্যবিবরণী অগ্রগতিসহ উপস্থাপন করেন। শিশুশ্রমের প্রেক্ষাপট, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০, শিশুশ্রম নিরসন সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা, শিশুশ্রম নিরসনে সরকারের পরিকল্পনা প্রভৃতির আলোকে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত বিষয়াদি উপস্থাপনের মাধ্যমে সদস্য সচিব শিশুশ্রম নিরসনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	

১.	**শিশুশ্রম নিরসন নীতি সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:** জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এবং শিশুশ্রম নিরসন সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জানানো হয় যে, মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর হতে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসন করতে হবে। শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতির আলোকে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর হতে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসন করে শিশুশ্রম মুক্ত দেশ গঠনে আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, জনপ্রতিনিধি, মালিক ও মালিক সমিতি, শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন, গণমাধ্যম কর্মী সহ সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় **'শিশুশ্রম নিরসনে সামাজিক আন্দোলন'** গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর হতে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সকল সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসন করে শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে কাজ করতে হবে।	১. সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ২. জনপ্রতিনিধি ৩. মালিক ও মালিক সমিতি ৪. শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন ৫. গণমাধ্যম কর্মী ৬. উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (UCLMC) ৭. জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (DCLMC)	
২.	**শিশুশ্রম নিরসন সম্পর্কিত প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন সমন্বয় সংক্রান্ত:** কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্যেক অর্থবছরে নির্দিষ্ট সংখ্যক ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর নির্ধারণ করে সেসব সেক্টর থেকে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, প্লাস্টিক, বেকারী, হোটেল, আটোমোবাইল ওয়ার্কসপ ও ইট বা পাথর ভাঙ্গা ৬টি সেক্টর নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব সেক্টর হতে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে সরেজমিন পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ এবং কর্মরত শিশুকে শ্রম হতে নিরসন করার জন্য নোটিশ প্রেরণ, উদ্বুদ্ধকরণ, তাগিদপত্র প্রেরণ ও শ্রম আদালতে মামলা রুজুসহ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বলে সদস্য	১) শিশুশ্রম মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। ২) সরকারি-বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত যেসব প্রকল্প/কর্মসূচি চলমান আছে তার কার্যক্রম বেগবান করতে হবে। ৩) যে সমস্ত শিশুকে শ্রম হতে নিরসন করা হয়েছে তাদের তালিকাসহ তথ্য সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ করতে হবে।	১. টি টি সি, টাঙ্গাইল ২. এস এস এস, টাঙ্গাইল ৩. ব্র্যাক, টাঙ্গাইল ৪. জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, টাঙ্গাইল ৫. শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল ৬. সভাপতি/সদস্য সচিব, উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি, সকল উপজেলা, টাঙ্গাইল ৭. সকল সদস্য, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি (DCLMC), টাঙ্গাইল।	

সচিব সভায় জানান।

টি.টি.সি., টাঙ্গাইল-এ ১৫ বছর হতে উপরের বয়সীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। সবজি বিক্রেতা, চা বিক্রেতা, চানাচুর বিক্রেতা তথা হকারী করে এমন মানুষের ছেলে মেয়েদের শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পড়াশুনা করার সুযোগ রয়েছে।

জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, টাঙ্গাইল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে দারিদ্রপীড়িত, শিক্ষাবঞ্চিত, ঝরে পড়া, শ্রমে নিয়োজিত ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদেরকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় ফিরে আনতে কাজ করছে।

এস এস এস টাঙ্গাইল পৌরসভায় বাসা বাড়িতে কাজ করা শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতাসহ বিনামূল্যে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

শিশুশ্রম নিরসনে বেসরকারি সংস্থাসমূহকে শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের পূনর্বাসন সংক্রান্ত প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

৩.	**উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি কার্যকর করা সংক্রান্ত:** উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে পূণর্গঠন করে গেজেটে আকারে প্রকাশ করা হয়েছে বলে সদস্য সচিব জানান। উপজেলা চেয়ারম্যানকে উপদেষ্টা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে সদস্য সচিব করা হয়েছে। কমিটিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) এর প্রতিনিধিও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে বলে সদস্য সচিব উল্লেখ করেন। সকল উপজেলা কমিটিকে অতিসত্ত্বর কার্যকর হলে জেলার শিশুশ্রম নিরসন সহজতর হবে মর্মে সভায় মত ব্যক্ত করা হয়।	১. পূণর্গঠিত উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির গেজেট উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটির উপদেষ্টা, সভাপতি ও সদস্য সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে। ২. সকল উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন এবং কমিটি কার্যকর করতে হবে।	১. সদস্য সচিব জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি ২. উপদেষ্টা, সভাপতি ও সদস্য সচিব, উপজেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি।	
৪.	**শ্রমে নিয়োজিত শিশুর ডাটাবেজ হালনাগাদ সংক্রান্ত:** ইতোমধ্যে ৮টি সেক্টরকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ১) তৈরী পোশাক ২) চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ ৩) ট্যানারী ৪) গ্লাস ৫) সিরামিক ৬) সিল্ক ৭) রপ্তানীমূখী চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদন ৮) জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প। এ বছরই আরও কয়েকটি সেক্টরকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করা হবে। টাঙ্গাইল জেলার স্পিনিং, তাঁত, বিড়ি, নির্মাণ, রাবার, কেমিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, প্লাস্টিক, বেকারী, হোটেল, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ ও ইট বা পাথর ভাঙ্গা সেক্টরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর টাঙ্গাইল কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করে তালিকা করা হয়েছে এবং নিরসনে কার্যক্রম অব্যাহত আছে বলে সভায় উল্লেখ করা হয়।	টাঙ্গাইল জেলায় শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও নিরসনে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	উপমহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল।	

৫	**<u>টাঙ্গাইল জেলাকে শিশুশ্রম মুক্তকরণ সংক্রান্ত:</u>** টাঙ্গাইল জেলাকে শিশুশ্রম মুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। এ লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে টাঙ্গাইলের জনসাধারণকে **শিশুশ্রম নিরসন** বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।	টাঙ্গাইল জেলাকে শিশুশ্রম মুক্ত করতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে টাঙ্গাইলের জনসাধারণকে **শিশুশ্রম নিরসন** বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।	১. সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ২. জনপ্রতিনিধি ৩. মালিক ও মালিক সমিতি ৪. শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন ৫. গণমাধ্যম কর্মী ৬. উপজেলা কমিটি ৭. জেলা কমিটি	
৬.	**প্রচারণা:** **১. প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ** টাঙ্গাইল জেলা-কে শিশুশ্রম মুক্ত করতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে সমাজের মানুষকে ‘শিশুশ্রম নিষিদ্ধ এবং দন্ডনীয় অপরাধ, শিশুকে কাজে নিয়োগ দেয়া যাবে না’ এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। জেলা তথ্য অফিসের সহযোগিতায় টাঙ্গাইল জেলা শহরে মাইকিং করা হয়েছে এবং শিশুশ্রম বন্ধে প্রচারণমূলক লিফলেট ও স্টিকার তৈরি করে বিলি করা হচ্ছে এবং উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে বলে সদস্য সচিব সভাকে অবহিত করেন। উপজেলাতে মাইকিং করে প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে সদস্য সচিব অভিমত ব্যক্ত করেন।	শিশুশ্রম নিরসনে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলার সকল উপজেলায় মাইকিং, পোস্টার, লিফলেট বিতরণ ও স্থানীয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা এবং উদ্বুদ্ধকরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	১. জেলা তথ্য অফিসার, টাঙ্গাইল ২. সভাপতি, প্রেস ক্লাব, টাঙ্গাইল। ৩. সকল সদস্য, জেলা কমিটি ৪. সকল সদস্য, উপজেলা কমিটি ৫. উপমহাপরিদর্শক, ডাইফ, টাঙ্গাইল।	
	২. জুমা’র দিনে ইমামগণের মাধ্যমে আলোচনা: শুক্রবারে জুমা’র দিনে ইমামগণ যাতে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ে আলোচনা করেন সে বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়। শিশুশ্রম নিরসন বিষয়টি ইমামগণ যাতে গুরত্বের সাথে বিবেচনা করেন তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং এর জন্য উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে অনুরোধ করা হয়।	জুমা’র দিনে ইমামগণের মাধ্যমে সকল মসজিদে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে।	উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	

	৩. অভিভাবক সমাবেশে বা উঠান বৈঠকে আলোচনা: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/দপ্তর/সংস্থা যেমন- জেলা তথ্য অফিস, জাতীয় মহিলা সংস্থার তথ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় মা সমাবেশ বা অভিভাবক সমাবেশ বা উঠান বৈঠক এর আয়োজন করেন। এসব সমাবেশ বা বৈঠকে শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ে আলোচনা করলে মানুষ সচেতন হবে মর্মে মত ব্যক্ত করা হয়।	মা সমাবেশ বা অভিভাবক সমাবেশ বা উঠান বৈঠকে 'শিশুশ্রম নিষিদ্ধ এবং শিশুকে কাজে নিয়োগ করা অভিভাবক ও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উভয়ের জন্য আইনত দন্ডনীয় অপরাধ'- এ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসনে মানুষকে সচেতন করতে হবে।	১. জেলা শিক্ষা অফিসার ২. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ৩. জেলা তথ্য অফিসার ৪. জেলা কর্মকর্তা, জাতীয় মহিলা সংস্থা ৫. প্রধান শিক্ষক, শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়	
৭.	**পুনর্বাসন সংক্রান্ত:** ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের মধ্যে এতিম, বাবা অথবা মা নেই, পরিত্যক্ত/পরিত্যাক্তা, অভিভাবকহীন, পিতৃ পরিচয়হীন শিশুদেরকে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন 'সরকারি শিশু পরিবার'-এ পুনর্বাসনের সুযোগ রয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। আরও জানানো হয় যে, বালক শিশু পরিবারে এখনও কিছু সংখ্যাক আসন শুণ্য আছে। সেখানে শিশুদের পুনর্বাসনের সুযোগ রয়েছে।	শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের শিশুশ্রম হতে নিরসনের লক্ষ্যে পুনর্বাসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর ২) অধ্যক্ষ, টিটিসি ৩) জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, টাঙ্গাইল ৪) প্রধান শিক্ষক, শিশুকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল ৫) ব্র্যাক, টাঙ্গাইল; ৬) এসএসএস, টাঙ্গাইল	
৮.	**বিবিধ:** **ক. পুলিশের সহযোগিতা কামনা:** টাঙ্গাইল জেলায় গণ পরিবহনসমূহে (যেমন- ইজিবাইক, লেগুনা, বাস, ট্রাক ইত্যাদিতে) কিছু সংখ্যক শিশুকে কর্মরত দেখা যায়, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে শিশুশ্রম নিরসনে পুলিশের সযোগিতা কামনা করা হয়।	গণ পরিবহনে (যেমন- ইজিবাইক, লেগুনা, বাস, ট্রাক ইত্যাদিতে) ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুকে যাতে নিয়োজিত করা না হয় এবং কর্মরত শিশুশ্রম নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল।	
	খ. পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতা কামনা: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন কারখানা/প্রতিষ্ঠানে ছাড়পত্র ও নবায়ন দেয়ার সময় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় কোন প্রতিষ্ঠানে শিশু শ্রমিক পাওয়া গেলে সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণের ও সভাপতি/সদস্য সচিবকে অবহিত করার অনরোধ করা হয়।	কারখানা/প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম নিয়োগ না করার নির্দেশনা প্রদান এবং কারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় প্রাপ্ত শ্রমে নিয়োজিত শিশুর তথ্য সভাপতি/সদস্য সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল	

	গ. বিসিক এর সহায়তা কামনা: বিসিক, টাঙ্গাইলে অবস্থিত শিল্প কারখানাগুলোতে যেন শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা না হয়, সে বিষয়ে বিসিক কর্তৃপক্ষ পত্রের মাধ্যমে সকল কারখানা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছেন। বিসিক, টাঙ্গাইলে অবস্থিত শিল্প কারখানাগুলোতে শিশু কে যেন কাজে নিয়োগ করা না হয়, সে বিষয়ে শিল্প মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনের সহায়তা কামনা করা হয়।	বিসিক, টাঙ্গাইলে অবস্থিত শিল্পকারখানায় শিশুশ্রমিক যেন নিয়োগ করা না হয়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের তথ্য সংগ্রহ করে সভাপতি/সদস্য সচিব বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	১. এজিএম, বিসিক, টাঙ্গাইল ২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিসিক ব্যবসায়ী মালিক সমিতি ৩. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, টাঙ্গাইল জেলা বিসিক ক্ষুদ্র শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন।	
	ঘ. সরকারী অন্যান্য দপ্তরের সহযোগিতা কামনা: জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বিএসটিআই, জেলা বাজার কর্মকর্তার কার্যালয়, স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সহ সরকারী দপ্তরসমূহ নিজ নিজ কার্যক্রম পরিচালনাকালে টাঙ্গাইল জেলার কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্টানে শিশুশ্রম আছে কী না তা লক্ষ্য করা, শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের তথ্য সংগ্রহ করে কমিটি বরাবর প্রেরণ এবং শিশুকে কাজে নিয়োজিত না করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সহ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনাকালে টাঙ্গাইল জেলার কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে শিশুশ্রম আছে কী না তা লক্ষ্য করতে হবে, শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের তথ্য সংগ্রহ করে প্রেরণ করতে হবে এবং শিশুকে কাজে নিয়োজিত না করার বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ করতে হবে।	১.সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ২.সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ৩. বিএসটিআই ৪. জেলা বাজার কর্মকর্তা ৪. সরকারী অন্যান্য দপ্তর ৫. মেয়র/চেয়ারম্যান	
	ঙ. টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর সহযোগিতা কামনা: টাঙ্গাইল জেলার দোকান/প্রতিষ্ঠান/কারখানা হতে শিশুশ্রম নিরসনে মালিকদের সংগঠন টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সহায়তা কামনা করা হয়।	১) 'শিশুশ্রম নিষিদ্ধ এবং শিশুকে কাজে নিয়োগ করা অভিভাবক ও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উভয়ের জন্য আইনত দন্ডনীয় অপরাধ' বিষয়টি প্রচার করতে হবে। ২) শিশুকে কাজে নিয়োগ না করার জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকান মালিককে উদ্বুদ্ধকরণসহ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি	

	চ. মালিক সমিতির সহায়তা কামনা: টাঙ্গাইল জেলার দোকান/প্রতিষ্ঠান/কারখানা হতে শিশুশ্রম নিরসন করতে হলে সবার আগে মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে বলে সভায় মত ব্যক্ত করা হয়। শিশুকে কাজে নিয়োগ না করার জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকান মালিককে উদ্বুদ্ধকরণসহ নির্দেশনা প্রদান করার জন্য সভায় অনুরোধ করা হয়।	১. শিশুকে কাজে নিয়োগ না করার জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠান/দোকান মালিককে উদ্বুদ্ধকরণসহ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মালিক সমিতি	
	ছ. শ্রমিক সংগঠনের সহায়তা কামনা: শিশুশ্রমিক কর্মরত দেখা যায় এমন সেক্টর যেমন- ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, অটোমোবাইল ও মটর সাইকেল মেরামত ওয়ার্কসপ, বেকারী, হোটেল রেস্তোরা, দোকান প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশুকে নিয়োগ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরের শ্রমিক সংগঠন অভিভাবক ও মালিকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিশুশ্রম নিরসনে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হয়।	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ, মটর সাইকেল মেরামত ওয়ার্কসপ, বেকারী, হোটেল রেস্তোরা, দোকান, প্রতিষ্ঠানসহ সকল সেক্টরে শিশুকে নিয়োগ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরের শ্রমিক সংগঠন অভিভাবক ও মালিকগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সংশ্লিষ্ট সেক্টরের শ্রমিক সংগঠন	

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মো: আতাউল গনি
জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল ও সভাপতি, টাঙ্গাইল
জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি

স্মারক নম্বর: ৪০.০১.৯৩০০.০০০.০৬.০০৫.১৯.১৭৪

তারিখ: ৮ আষাঢ় ১৪২৮
২২ জুন ২০২১

বিতরণ: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) জনাব মো: ছানোয়ার হোসেন, মাননীয় সংসদ সদস্য, টাঙ্গাইল-৫ ও উপদেষ্টা, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি, টাঙ্গাইল

২) মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৩) প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৪) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৫) সহকারী সচিব, নারী ও শিশু শ্রম শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

৬) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সার্বিক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল

৭) কমিশনারের একান্ত সচিব, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা (কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৮) সহকারী কমিশনার (গোপনীয়), গোপনীয় শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, টাঙ্গাইল (জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৯) ....., সদস্য, জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি, টাঙ্গাইল

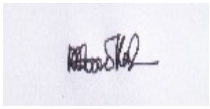

মহর আলী মোল্লা
উপ -মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান
পরিদর্শন অধিদপ্তর, টাঙ্গাইল ও সদস্য সচিব,
টাঙ্গাইল জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি